SAHITYA ANGAN
An Exclusive Interdisciplinary & Literary Tri-lingual
Peer-reviewed Journal
ISSN : 2394 4889 Vol : VIII, Issue : XVII 4th March 2023

Chief Editor :
Dr. Jaygopal Mandal

Working Editor :
Dr. Pranab Kumar Mahato
Dr. Soumyabrata Bandyopadhyay
Ujjwal Pramanik

© Publisher

Cover Drawing : Sidhartha Bose

Type Setting & Cover Setting :
Manik Sahu
Mob : 9830950380

Printing and Binding :
B.C.D Offset (Dey's House)

Price : 550.00

Published By :
Dr. Jaygopal Mandal
Abhishek Tower, Block-A.
4th Floor, Flat-2, Kalakushma
P. S. Saraidhela, Dhanbad-828109
Phone : 09830633202 / 7003488354
E-mail : joygopalvbu@gmail.com,
sahityaangan@gmail.com
Website : www.sahityaangan.com

Prasanta Kumbhakar

বিমল মিত্রের 'ভগবান কাঁদছে' উপন্যাসে শিক্ষা, দেশপ্রেম ও মূল্যবোধের বিবর্তন

প্রশান্ত কুম্ভকার

স্বাধীনতা-পূর্ব এবং স্বাধীনতা-উত্তর এই দুই কালের শিক্ষা, দেশপ্রেম ও মূল্যবোধের স্বরূপ নিয়ে যে সমস্ত বাংলা উপন্যাস রচিত হয়েছে, তাঁর মধ্যে বিমল মিত্রের 'ভগবান কাঁদছে' একটি অন্যতম উপন্যাস। এই উপন্যাসটির মধ্যে স্বাধীনতাকে কেন্দ্রস্থলে রেখে দুই কালের মানুষের জীবনদর্শন সম্পর্কে লেখক আলোকপাত করেছেন। উপন্যাসের নায়ক দেবব্রত সরকারের ছাত্রজীবনের কথা দিয়ে উপন্যাসটি শুরু হয়েছে। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী ব্রিটিশ শাসিত অখণ্ড বাংলার দৌলতপুর গ্রামের এক মেধাবী ছাত্র দেবব্রত। ছাত্র জীবনেই তিনি দেশসেবার কাজে নিজেকে উৎসর্গ করেন, পুলিশের হাতে অত্যাচারিত হন, দেশের জন্য জেল খাটেন, জেল থেকে ছাড়া পেয়ে শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত হন। তারপর ছাত্রদের আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে গিয়ে স্কুল থেকে অপসারিত হন। এই কালপ্রবাহে নিজের চিন্তা, চেতনা দিয়ে তিনি অনুভব করেছেন যে স্বাধীনতার পূর্বে মানুষ যেমন ছিল, দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও মানুষ তেমনই আছে। বরং স্বাধীন ভারতে মানুষ নিজেদের দেশের মানুষ দ্বারাই দ্বিগুণ অত্যাচারিত হচ্ছে। তাহলে মানুষরূপী যে সমস্ত ভগবানেরা দেশের জন্য প্রাণ দিলেন, তাঁদের সর্বস্ব ত্যাগের সার্থকতা কোথায়? তাঁদের কান্না কি দেশের মানুষ শুনতে পাবে না। শুনতে পাবেন না দেশের নিয়ন্ত্রক যাঁরা। মাস্টার দা সূর্য সেন, বিনয়-বাদল-দীনেশ, ভগৎ সিং আজও কাঁদেন। কিন্তু তাঁদের কান্না আমরা স্বার্থলোভী মানুষেরা শুনতে পাই না। শুনতে পান দেবব্রতর মতো মুষ্টিমেয় মানুষেরা।

'আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে' দেবব্রতর মতো মানুষদের জন্ম হয়নি। দেশ ও দশের মঙ্গলের জন্য আজীবন কর্ম করে যাওয়াই দেবব্রতর জীবনের ব্রত। আমাদের জগতে নিরানব্বই ভাগ মানুষেরই আকাঙ্ক্ষা থাকে একটি ভালো চাকরি করে শহরে বড়ো বাড়ি বানানোর। তার বেশি তারা আর কিছু চায় না, আর চায় না বলেই পায়ও না। চাকরি করে একটা বড়ো বাড়ির মালিক যদি বা কোনোরকমে হয়ও তো সেখানেই জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। নিজের বাড়ি, নিজের গাড়ি, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা এই নিয়ে একটা ছোট্ট জগত তৈরী করে ফেলে এবং ওর মধ্যেই ঘুরপাক খায়। তাই ইংরেজরা কীভাবে বাণিজ্য করতে এসে দেশটাকে ছলে-বলে-কৌশলে অধিকার করে বসলো তা বেশিরভাগ মানুষই বলতে পারবে না। লেখক বলেছেন—' এই জন্য বলতে পারবে না যে সবাই-ই নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত। ব্যস্ত নিজের টাকা উপার্জনের ধান্দায়, ব্যস্ত নিজের টাকা সুরক্ষিত রাখবার প্রচেষ্টায়,

Prasanta Kumbhakar